ভোরের কাগজ

72

তারিখ 14 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

৫০ কোটি টাকা জমা হয়েছে

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সুবিধা এ বছর থেকেই পাবেন

ইব্রাহিম আজাদ : চলতি বছর থেকেই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সুবিধা পাবেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ লক্ষ্যে ট্রাস্টে যাঁরা চাদা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অবসরগ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, দেশের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রায় ক্ষেত্রে তারা কর্মকালীন সবেতন ছুটি ভোগের সুবিধা পান না। যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় প্রয়োজনীয় বাসস্থানেরও সুবিধা নেই। সরকারি সাহায্যে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগও সীমিত। অবসরকালীন আর্থিক সুযোগ সুবিধাও নেই। ফলে তাদেরকে অবসরকালীন সময়ে আর্থিক সাহায্য, অকাল মৃত্যু, আকস্মিক দুর্ঘটনা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সমস্যায় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের সুপারিশ করা হয় বঙ্গবন্ধু আমলে গঠিত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে। কিন্তু '৭৫-এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে তৎকালীন সরকার এই কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের ঘোষণা দেয়। এজন্য ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই থেকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতন-ভাতার অংশ থেকে ২ শতাংশ চাঁদা হিসেবে ট্রাস্ট তহবিলে জমা নেওয়া শুরু হয়। ৬ মাসে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি টাকা। এরমধ্যে সরকারও বিভিন্ন কিস্তিতে ট্রাস্ট তহবিলে ২৯ কোটি টাকা জমা দিয়ে সাহায্য প্রদান করে। পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষক সংগঠনগুলোর দ্বন্দ্বের কারণে কল্যাণ ট্রাস্ট ভেঙে দেওয়া হয়। বিএনপি সরকারের আমলেও তা আর চালু করা হয়নি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২৭ এপ্রিল '৯৭ সালে এই কল্যাণ ট্রাস্ট আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও তা পুনর্গঠন করা হয়। তখন থেকে আবার সোয়া দুই লক্ষেরও বেশি বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর সরকারি বেতন-ভাতার অংশ থেকে ২ শতাংশ করে চাঁদা ট্রাস্ট তহবিলে জমা নেওয়া হচ্ছে। সে হিসেবে মোট জমাকৃত চাঁদার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতিমাসে সোয়া এক কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এখন ট্রাস্টের তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ সুদ আসলে মিলিয়ে ৫০ কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা যায়, চলতি বছর থেকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সুবিধা দেওয়া শুরু হবে। এ লক্ষ্যে একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই, যাতে ট্রাস্টে চাঁদা প্রদানকারী যে সব শিক্ষক-কর্মচারী মারা গেছেন এবং অবসর নিয়েছেন তাদেরকে সহসা আর্থিক সুবিধা দেওয়া যায়। এজন্য শিক্ষা ভবনে একটি সেল খোলা হবে।

কল্যাণ ট্রাস্টে চাঁদা প্রদানকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর গ্রহণের বা মৃত্যুবরণের পর তাদের প্রদানকৃত সম্পূর্ণ চাঁদা, এর ওপর জমাকৃত সুদ বা মুনাফা, ট্রাস্ট তহবিলে সরকারের [illegible] অর্থের লভ্যাংশ প্রদান করা হ[illegible]ইরে এককালীন সহায়ক [illegible]নেরও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

এদিকে গত বুধবার কল্যাণ ট্রাস্টের প্রথম সভা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলকে লাভজনক খাতে ব্যবহারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে সেনাকল্যাণ সংস্থা ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম ট্রাস্ট কর্মকর্তারা খতিয়ে দেখবেন বলেও জানা গেছে।